দৈনিক বাংলা

তারিখ 13 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পরীক্ষার খাতা পুনঃপরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হোক

এসএসসি বা এইচএসসি-র পর খাতা "কল" করলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছামত শিক্ষক দিয়ে উক্ত খাতা দেখান। সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরাতো নয়ই অভিভাবক বা শিক্ষকরাও খাতা দেখতে বা কি ভুল হয়েছে তা জানতে পারেন না। এক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই নাকি চূড়ান্ত। এ ব্যাপারে আইনেরও নাকি তেমন কিছুই করার নেই। কাজেই বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছামত নিয়োজিত শিক্ষক দিয়ে কিভাবে খাতা দেখান বা আদৌ খাতা দেখান কিনা তা নিয়ে শিক্ষাবোর্ড চালু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত জনমনে সন্দেহ রয়েই গেছে। অথচ, শিক্ষাবোর্ড বা মন্ত্রণালয় থেকে এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। তা ছাড়া বোর্ডের এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীর কারণে অনভিজ্ঞ অনুপযুক্ত, অদক্ষ বা এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয়ের খাতা দেখেন বলে অভিযোগ রয়েছে। যার ফলে খাতার অবমূল্যায়ন হয়। এছাড়াও কম্পিউটার পদ্ধতিতে অনভিজ্ঞ, অনুপযুক্ত, অদক্ষ চালকের দ্বারা কম্পিউটার চালানোর কারণেও অনেক ফলাফল ত্রুটিযুক্ত হয়। এদিকে ফলাফল সম্পর্কে ত্রুটির অভিযোগের তদন্তে বোর্ডের সুষ্ঠু নিয়মনীতির অভাবে এত বেশী সময় লাগে যে, অনেকে এর ঝামেলায় যেতে চায় না। ফলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের খেয়াল খুশী মতো নির্দ্বিধায় ত্রুটিপূর্ণ ফলাফল প্রকাশ করে যাচ্ছে যার শিকার হচ্ছে নিরপরাধ ছাত্রছাত্রীরা। বোর্ডের এসব অনিয়ম ও খেয়ালীপনা সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু অবস্থার তাতে কোন পরিবর্তন।

অতএব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আবেদন ফলকৃত খাতা পরীক্ষায় বোর্ডের স্বেচ্ছাচারের অবসান ও ফলকৃত খাতা দেখার ব্যাপারে আমরা যাতে আইনের সাহায্য নিতে পারি তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এসএম রফিকুল ইসলাম
পালবাড়ী মোড়
যশোর।